10-7-53
লাখ টাকা
DRAGON

শতাব্দী চিত্র-প্রতিষ্ঠানের

লাখটাকা

কাহিনী : সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

চিত্রনাট্য : প্রণব রায়
সঙ্গীতসৃষ্টি : নীরেন লাহিড়ী
শ্যামল মিত্র
শিল্পনির্দ্দেশ : বিজয় বসু
সঙ্গীতানুলেখন : গৌর দাস

আলোকচিত্র : বিমল মুখোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : শৈলেন রায়
রূপসজ্জা : ধীরেন দত্ত
প্রমথ

প্রযোজনা : শ্যাম লাহা

ভূমিকায় :

ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, রেণুকা রায়, ভানু, শ্যামলাহা, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি, জহর রায়, আশু বোস, বেলারাণী, আশা, অজিত চট্টোঃ, হৃষিকেশ, তারক বাগচি, খগেন প্রভৃতি।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র : সাধন গুপ্ত
দীপক নাগ
শব্দগ্রহণ : জগজিৎ দাস

ব্যবস্থাপনা : গোপী দে, প্রভাত দাস,
চণ্ডী দাস, সমর চক্রবর্ত্তী
আলোকসম্পাত : অনিল, মণ্টু
অর্কেষ্ট্রা : সুরশ্রী

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা—১.

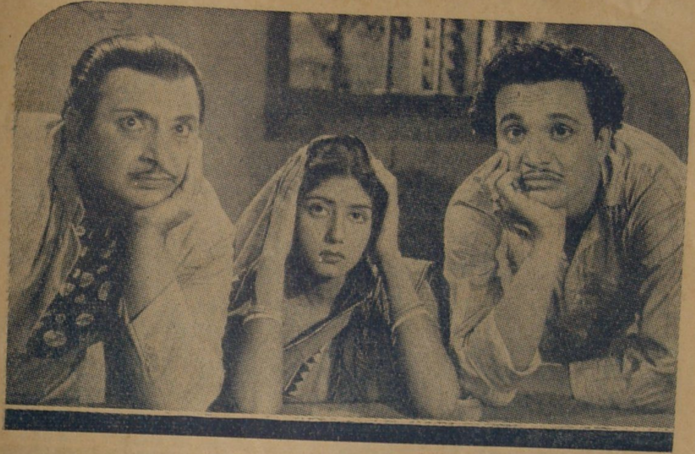

লাখটাকা (গল্পাংশ)

টাকার জ্বালায় ছটফট করে ফক্কারাম। ব্যবসা কপালে সয় না। চতুর্দ্দিকে দেনা।

চাকর বেয়াক্কেলে পাওনাদার তাড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি। মুখে এক বুলি—বাবু বাড়ী নেই!

স্ত্রী চঞ্চলা বলে, একটা উপায় কর।

কিন্তু কি উপায়?

একদিন আসে রক্তবীজ এটর্নী। হোমরা-চোমরা চেহারা। ফক্কারাম ভাবে, নিশ্চয় মস্ত পাওনাদার! চঞ্চলাকে বলে, শিগ্‌গির বেয়াক্কেলেকে পাঠাও।

ওদিকে রক্তবীজ বাড়ীর অন্দরে ঢুকে আসে। বলে, কে, খেঁদি না?

চঞ্চলা ওরফে খেঁদি বলে, ওমা, পিসেমশাই!

আশ্বস্ত হয়। যাক্, পাওনাদার নয়।

পিসেমশাই রক্তবীজ এসেছেন একটা উইলের খবর নিয়ে।

ফক্কারামের এক দূরসম্পর্কের দাদামশাই একলাখ টাকা রেখে পটল তুলেছেন। উইলে লেখা আছে, ফক্কা পাবে ওই টাকার সুদ মাত্র। আর, ফক্কার অবর্ত্তমানে অর্থাৎ মারা গেলে লাখটাকার মালিক হবে তার মাস্‌তুতো ভাই লক্কারাম।

কিন্তু লঙ্কা দশ বছর আগে আসামে কমলালেবুর ব্যবসা করতে সেই যে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। জনরব, তার আসামী স্ত্রীর লাঠির আঘাতে সে অক্কা পেয়েছে। যাই হোক্, খবরের কাগজে নোটিশ দিতে হবে।
সমস্যা বটে। ফক্কার মাথায় প্ল্যান—লাখটাকা চাই, যেমন করেই হোক্। শুধু সুদ নিয়ে লাভ কি ?
ফক্কা মারা গেলে লঙ্কাই মালিক। অতএব ফক্কা একদিন মারা গেল। গঙ্গায় ডুবে। তারপর ডুব-সাঁতার কেটে গা-ঢাকা। একেবারে ছাতের চিলকোঠায়।
পাওনাদারেরা বল্‌ল, লোকটা ম'রে ফাঁকি দিয়ে গেল হে !
এদিকে ফক্কার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। চঞ্চলার পরণে উঠ্‌ল কালাপাড় ধুতি। হাতের নোয়া রেল কাপড়ের পটি দিয়ে বাঁধা।
কিন্তু চঞ্চলার মন মানে না। লুকিয়ে সে যায় খাবার নিয়ে চিলকোঠায়। বলে, আর কতদিন এমন ক'রে কাটবে ? এবার এস লঙ্কারাম সেজে।
তারপর, একদিন দাড়ী-গোঁপ প'রে ফক্কারাম আসে লঙ্কারাম সেজে লাখটাকার নোটিশ পেয়ে।
কিন্তু লাখ টাকার গন্ধ চাক-ভাঙ্গা মধুর চেয়েও মিষ্টি।
টাকার লোভে আসে খোস্তামাসী আর ভুজঙ্গিনী বৌ। এতদিন পরে লঙ্কারামের জন্যে প্রাণ তাদের কেঁদে ওঠে।
খোস্তামাসী বলে, আয় বাবা লঙ্কা। আমি যে তোর মাসী হই।
ভুজঙ্গিনী বলে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি...চিন্‌তে পারছ না আমায় ? আমি তোমার ভুলে-যাওয়া, ফিরে-পাওয়া স্ত্রী।
চক্ষুস্থির হয় লঙ্কাবেশী ফক্কার। আর, রাগে দুঃখে চোখে জল আসে চঞ্চলার।

শেষকালে স্বামী যাবে বেহাত হ'য়ে—লাখটাকার জন্যে !
চঞ্চলা ও ভুজঙ্গিনীর সম্পর্ক দাঁড়ায় দা-কুমড়োর মত।
পাতানো মাসী আর পাতানো বৌয়ের আদরের জ্বালায় একদিনেই লঙ্কাবেশী ফক্কার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে' ওঠে। সিনেমা দেখ্‌তে যাওয়ার নাম ক'রে সে আবার গা-ঢাকা দেয়।
এবার আসে দ্বিতীয় লঙ্কা, ওরফে বেয়াক্কেলের ভাইপো ধড়িবাজ। সেও পারেনা টিঁক্‌তে।
অবশেষে আসে তৃতীয় লঙ্কারাম—আসাম থেকে। প্রমাণ হয়, জাল নয়, আদি ও অকৃত্রিম লঙ্কা।
খবর পেয়ে আসে রক্তবীজ এটর্নী—উইলের প্রাপ্য টাকা দিতে।
মৃত ফক্কা জ্যান্ত হ'য়ে ফিরে আসে। বলে, গঙ্গায় ডুবি নি, ভেসে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফক্কা বেঁচে থাক্‌তে লঙ্কা টাকা পায় না। দুই ভাইতে ঠিক করে। টাকাটা দু'জনেই নেবে—আধাআধি।
টেবিলের উপর থরে থরে নোটের তাড়া সাজানো হয়। একশো,—দু'শো নয়—পূরো এক লাখ টাকা। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সবাই। তারপর সুরু হয় হিসেব-নিকেশ।
এটর্নীর হিসেব—সে কি সোজা ব্যাপার ?...
সিনেমা-হল্'এ এসে আপনারা লাখটাকার হিসেব নিজেরাই বরং বুঝে নিন্।
রক্তবীজের হিসেবে কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই—একেবারে পাই-টু-পাই নির্ভুল !

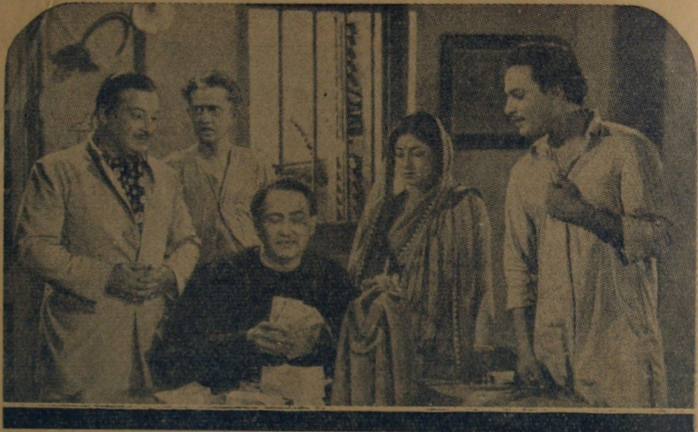

সঙ্গীতাংশ

(১)

হায় টাকা হায় টাকা হায় টাকা রে
তুই ছাড়া দুনিয়াটা বড় ফাঁকা রে।
যদি ওরে ট্যাঁক ভ'রে টাকা নাহি রয়
বাবা কাকা জ্যাঠা মামা কেউ কারো নয়,
টাকাতে যে হয় সবই মধু মাখারে।
টাকার গুণে বন্ধু জোটে সুখের দিনে গো
চায় না তো কেউ চিনতে মোটে টাকা
বিনে গো।
যদি ভায়া গিন্নীর মন তুমি চাও
হাতে তার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তুলে দাও।
টাকা ছাড়া মিছে ভবে বেঁচে থাকা রে।
টাকা যাহার ট্যাঁকে আছে
দুনিয়াতে সেই তো বাঁচে দেখনা চেয়ে ভাই।
কপাল টাকার ঘানি টানে, টাকা ছাড়া
কে না জানে সুখ যে কিছু নাই।
টাকা যেন কিস্তিমাতের চাল
আজ যে ফকির সেই তো রাজা কাল।
বাঘেরও দুধ টাকায় মেলে
যা চায় মন টাকা ঢেলে পায় সহজেই তাই।
টাকা যেন ঝড়ের সর্ব্বনাশ
চাঁদই যে ওই চাঁদের রাহুর গ্রাস
অর্থ শেষে হয় যে দীর্ঘশ্বাস!
টাকা যাহার ট্যাকে আছে
দুনিয়াতে সেই তো বাঁচে দেখনা চেয়ে ভাই।

(২)

আলো যে জেগেছে চাঁদে
উঠে এসো ওগো ছাদে।
ঐ তানপুরা ছাড়ে পেঁচা
মন যত খুসী তুই চেঁচা।
পাউডার মেখে বেঁধে নাও চুল
খোঁপাটি কানারী ছাঁদে।
প্রাণ যেন মোর করে আই ঢাই
ভাল তো লাগে না আর।
বিরহে মরিয়া ভূত হয়ে আজ
দেব যে মট্‌কে ঘাড়।
ধ্যেৎ তেরি কি যে কর
তুমি যে আনাড়ী বড়।
রান্নায় তুমি মেতে আছো মিছে
এখন কি কেউ রাধে!

(৩)

বল বল প্রিয়তম একা মোরে ফেলে গো
চুপি চুপি কেন তুমি সিনেমাতে গেলে গো।
আমারি এই কান্না শুনে কষ্ট কি গো হয় না।
হায় রে পোড়া কপাল আমার সুখ কিছুতেই
সয় না।
ব্যথা দিতে এলে কি হায় নিঠুর ওগো
বুঝি না।
এক দিনও তো বল্লে না কো
যাই গো চল বেড়াতে
চিরদিনই জান
আমায় শুধু এড়াতে।
এত লোক মরে যে হায় আমি তবু মরি না।
জানি ওগো জানি আমি ডানা কাটা
পরী না।

(৪)

অর্থেরই অর্থ অনর্থ ভাইরে
পদার্থ এতে কিছু নাই রে।
পরমার্থ চিন্তায় কাঞ্চন ত্যাগ করে
হিমালয় চল চলে যাই রে।
লোকালয়ে কিছু নাই হিমালয়ে চল যাই
হিমালয়ে চল চলে যাই রে।
লোটা কম্বল সম্বল করে অঙ্গে মাখিয়া
ছাইরে!
বল হরি বোল মিটে যাবে গোল
মিছে কেন লোভ হায় রে তবে।
বুঝেছি এবার যদি বরাতে না থাকে
অর্থ তো কেউ পায় না ভবে।

(৫)

সান্ত্বনা নাহি মানে মন,
ছল ছল আঁখিছায়ে মেঘ নেমে আসে,
অশ্রু ভরা কণ্ঠ আমার কেন থেমে আসে,
বুঝিনি ত' এমন ক'রে,
বিদায় তুমি দেবে মোরে।
তবু ওগো চেয়ে রব আমি তব পথে,
আসবে ফিরে কবে বল তুমি জয় রথে।

"লাখটাকা"-র
সঙ্গে যাদের নাম
উইল করা আছে!

নারীর রূপ
নিরুদ্দেশ
সন্ধ্যা-বেলার
রূপকথা
নিয়তি
ক্ষুদিরাম
হানাবাড়ি
মহারাজা
নন্দকুমার
ময়লা কাগজ

ওয়ারীসানগণ!
সত্বর দাবী জানান
ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স
লিঃ, অফিসে।
(৬, লুকাস লেন, কলিকাতা—১)

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্চার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, রাইজিং আর্ট কটেজ হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।